প্রথম আলো

তারিখ 18 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ঝিনাইদহের ৫৫৪ শিক্ষক চাকরি হারাচ্ছেন

আজাদ রহমান, *ঝিনাইদহ*

শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় ঝিনাইদহ জেলার বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সাড়ে ৫০০ শিক্ষক চাকরি হারাচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা শিক্ষা অফিস থেকে ইতিমধ্যে ওই শিক্ষকদের তালিকা পাঠানো হয়েছে। চাকরি ঠেকানোর নাম করে একশ্রেণীর শিক্ষক নেতারা ওই শিক্ষকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রাথমিক জেলা শিক্ষা অফিসার অরুণ কুমার সেন জানান, জেলা শিক্ষা অফিস নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ওই তালিকা পাঠিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত রয়েছে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ শিক্ষকদের বেতন আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। এখন এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত হবে তা মন্ত্রণালয়ের বিষয়। তাঁদের কাছে শুধু তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা তালিকা দিয়েছেন। তিনি জানান, ওই তালিকায় জেলার সদর উপজেলায় রয়েছেন ১৫৬ জন, হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় ৯৪ জন, শৈলকুপা উপজেলায় ৮৩ জন, কালীগঞ্জ উপজেলায় ১০৭ জন, কোটচাঁদপুর উপজেলায় ৩৯ জন এবং মহেশপুর উপজেলায় ৭৫ জন শিক্ষক।

জেলা শিক্ষা অফিসের একজন কর্মকর্তা জানান, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১৯৯২ সালের আগে যেসব শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সরকার নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার কম (এসএসসি পাস) রয়েছেন তাঁদের যোগ্যতা অর্জন করতে বলা হয়েছিল। ২০০৪ সালের ১০ জানুয়ারি বিদ্যালয়গুলোতে চিঠি পাঠিয়ে ওই শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে বলা হয়। ২০০৬ সালের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। বলা হয়, যাঁরা এই যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হবেন তাঁদের বেতনের সরকারি অংশ আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পুরুষ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বিএ পাস হতে হবে। এর পরও যেকোনো দুটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। এ ছাড়া এইচএসসি পাস হলেও চলবে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে পিটিআই কোর্স সম্পন্ন হতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ওই যোগ্যতা অনেকটা শিথিল।

সরকারের ওই চিঠি পাওয়ার পর কিছু কিছু শিক্ষক উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা করে যোগ্যতা অর্জন করেন। তা সত্ত্বে জেলার ছয় উপজেলায় ৫৫৪ জন শিক্ষক ওই যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হন।

জেলার মহেশপুর উপজেলার মুড়োতলা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তাঁরা চাকরি হারানোর শঙ্কায় রয়েছেন। আর এর জন্য বিভিন্ন স্থানে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মহেশপুর উপজেলা বেসরকারি প্রাইমারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক তাঁদের কাছ থেকে চাকরি বাঁচানোর নামে অর্থ আদায় করেছেন। তিনি জানান, সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক উপজেলার প্রায় ১১৯ জন শিক্ষকের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে আদায় করেছেন। অফিসে খরচ লাগবে বলে তাঁরা এ টাকা নিয়েছেন।

শিক্ষক সমিতির মহেশপুর উপজেলা শাখার সভাপতি নজরুল ইসলাম জানান, ওই সব শিক্ষকের চাকরি বাঁচাতে তাঁরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। টাকা আদায়ের বিষয়ে তিনি বলেন, সমিতি চালাতে এবং এসব বিষয়ে তদবির করতে গেলে পয়সা লাগতেই পারে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অরুণ কুমার সেন জানান, মন্ত্রণালয় যে সিদ্ধান্ত নেবে তা-ই হবে। এখানে টাকা-পয়সা নিয়ে তদবির করার কিছু নেই।